

অনুবাদকের কথা

‘ইংরেজি সাহিত্য’ পড়ার সময় মনে হতো কবিতাগুলোর বাংলা গুনতে পেলে কেমন হয়। আলফ্রেড লর্ড টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড, জন কীটস্, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পি.বি. শেলী, ওয়াল্ট হুইটম্যান, টি এস এলিয়ট, রবার্ট ফ্রস্ট- এদের ক্লাসিকের কাছে যাবার দুঃসাহস হতো না বাংলা করার জন্যে। তবুও মন টেনেছে বার বার। টেনিসনের Tithonus অনুবাদ হ’লো দু’তিন প্রয়াস পর। আর্নল্ডের Dover Beach-ও তাই। দু’টো কবিতা’ই ছাপলেন কবি আল মুজাহিদী ‘দৈনিক ইত্তেফাকে’ তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য পাতায়। আর রবার্ট ফ্রস্ট Stopping by Woods on a Snowy Evening (তুষারশুভ্র সন্ধ্যায় বনভূমির পাশে) কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হলেন ‘ইনকিলাবে’। ‘নববধূর ঘোমটা’ খোলার সাহস হলো কিছুটা। ক্লাসিক থেকে সাম্প্রতিক, সবরকম। কবি নাসির আহমেদ ‘জনকণ্ঠে’ জায়গা দিলেন অ্যালেন গিনসবার্গকে। আর ‘প্রথম আলো’ ঋতিকা বাজিরানীকে।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের O Captain! My Captain! এর ‘fearful trip’ থেকে ক্রমে অনুবাদে আমার trip হয়ে উঠলো fearless। হুইটম্যানের পর ‘নতুন কলম’ সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান ‘অন্যদেশের কবিতা’য় স্থান দিতে লাগলেন অবিরাম অনুবাদ।

নিউইয়র্কের সাপ্তাহিকের মধ্যে ‘বাংলা পত্রিকা’, ‘সাপ্তাহিক বাংলাদেশ’, ‘বাঙালী’ ও ‘ঠিকানা’ এবং কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ্ সম্পাদিত কবিতার কাগজ ‘শব্দগুচ্ছ’-এ আমার কবিতা ও অনুবাদ সরব উপস্থিতি পেয়েছে। আমার প্রথম বই, কবিতার- ‘অপরূপা নীল নির্জনতায়’। অনুবাদ এই প্রথম। আমেরিকার অজস্র সাহিত্য পত্রিকা ও কবিতা সংকলনে যখন যে কবিতা ভালো লেগেছে, বাংলা



সূচিক্রম

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| জেমস্ টেইট ॥ ৯ | ৪৭ ॥ জুলিয়া অ্যালভারেজ |
| জিমি কার্টার ॥ ১৪ | ৪৮ ॥ জ্যাকলীন পোপ |
| বিলি কলিন্স ॥ ১৬ | ৪৯ ॥ ডেবোরা থেগার |
| টেড কুসার ॥ ১৮ | ৫০ ॥ মায়া অ্যানজেলো |
| র্যানডাল ম্যান ॥ ২১ | ৫৭ ॥ নীল বাউয়ার্স |
| অ্যানা মোনারডো ॥ ২২ | ৫৮ ॥ বিল ও'কনেল |
| থমাস লাকস্ ॥ ২৩ | ৫৯ ॥ ক্লডিয়া কীল্যান |
| থ্রেগরী ডিজানিকিয়ান ॥ ২৪ | ৬০ ॥ পূরবী শাহ |
| গ্যারি ছোটো ॥ ২৭ | ৬২ ॥ রিচার্ড ব্লাংকো |
| টনি হোগল্যান্ড ॥ ৩৩ | ৬৪ ॥ আইলিশ হপার |
| খালেদ ম্যাটাওয়া ॥ ৩৪ | ৬৫ ॥ লী আপটন |
| সারা ম্যাক'ক্যালাম ॥ ৩৬ | ৬৬ ॥ জো ওয়েনডেরথ |
| জোসেফ ব্রডস্কি ॥ ৩৯ | ৭০ ॥ জুডিথ ম্যাকিউন কান্স্ট |
| জন্ অ্যাশবেরী ॥ ৪০ | ৭১ ॥ স্টেফেন স্টেপ্যানশেভ |
| মার্ক স্ট্রান্ড ॥ ৪১ | ৭২ ॥ মাইকেল লিভ |
| চার্লস সিমিক ॥ ৪৩ | ৭৩ ॥ জয়েস সাটফেন |
| হারম্যান ফং ॥ ৪৪ | ৭৪ ॥ এ আর অ্যামনস্ |
| কেইট গ্লীসন ॥ ৪৬ | |

জেমস্ টেইট

[জেমস্ টেইট (James Tate)-এর জন্ম মিজৌরী'র ক্যানসাস সিটিতে ১৯৪৩ সালে। ১২টি কবিতা সংকলনের জনক তিনি। প্রথম কবিতাগ্রন্থ The Lost Pilot (১৯৬৬)-এর জন্য Yale Younger Poets Prize লাভ করেন। Selected Poems-এর জন্যে পুলিটজার পুরস্কার পান ১৯৯১ সালে। Worshipful Company of Fletchers জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কারে ভূষিত হয় ১৯৯৪ সালে। অন্যান্য সংকলনগুলো হলো, Constant Defender, Reckoner, Distance from Loved Ones এবং Memoir of the Hawk।

টেইটের কবিতা মূলত প্রশান্তি ও উদ্দীপনার। বিচিত্র বিষয়ে তার পদচারণা দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে আমেরিকার সাহিত্য জগতে। ছোটগল্পেও তিনি সমান গতিমান। তাঁর গল্পগ্রন্থ Forty Five Stories। উপন্যাস, Lucky Darryl। তিনি 'একাডেমী অব আমেরিকান পোয়েটস্'-এর চ্যাম্পেলর। ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আসছেন। বসবাস করছেন অ্যামহারস্ট-এ।]

দড়ির আড়ায়

বাড়ীর পেছনে কাপড় মেলে দিচ্ছিলো মিলি।
রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখছিলাম
কেনো এতো আনন্দ দ্যায় এই দৃশ্য?
কতভাবে ভালবাসি তাকে, আর ভালো লাগে
বাতাসে দোলায়িত পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়।
এটা চিরস্তন, নতুনের সূচনা, আগামীর প্রতিশ্রুতি।
দড়ির আড়া! হায় ঈশ্বর, সত্যি ভালোবাসি তা।
একের পর এক কাপড়গুলো সাজিয়ে রাখা উচিত।
হয়ত কোনোদিন তারা এগুলো বানানো বন্ধ করে দেবে, কি হবে তখন?
চিত্রকর হলে, কাপড়-মেলা মিলির ছবি আঁকতাম।
ভালো এক চিত্রকর্ম হতো যা দেখে খুশি হতে তুমি, ভাঙতো হৃদয়ও।
জানতে না কখনও কি ছিলো তার মনে, অনেক ভাবনা, অল্পকিছু চিন্তা,
কিংবা কিছুই নয়। সেকি দেখেছিলো কখনও
তার মাথার উপর বাজপাখি উড়তে?
সেকি ঘৃণা করতো কাপড় মেলো দেয়া?
সেকি কোনো নাবিকের সাথে চাইতো পালিয়ে যেতে?
কাপড়ের খণ্ডগুলো প্রাচীন এক নৌকার পালের মতো দুলছে,
মোজাগুলো বলছে, বিদায়।
মিলি, ও মিলি, মনে পড়ে আমাকে? সেই তাকে,
যে ঘুরে বেড়াতো রুমাল নিয়ে
আর নিদারুণ ভালোবাসতো তোমাকে।